সিডনীতে ভূমি

আহমেদ সাবের

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের ব্যান্ড "ভূমি" ঘুরে গেলেন সিডনী, এখানকার সিডনী ইন্ডিয়ান স্পোর্টস ক্লাব 'এর নিমন্ত্রণে। গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস 'এর স্যার জন ক্লেন্সি অডিটরিয়মে হল ভর্তি অনুরাগীদের মাতিয়ে গেলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক/বাউল, ভাটিয়ালী এবং লোক গীতি সহ বিভিন্ন ধরনের গান দিয়ে।

অনুষ্ঠানের সময় দেওয়া ছিল, সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টা। ঘড়ি ধরে পনের মিনিট বাড়তি সময় হাতে নিয়েই বেরিয়েছিলাম। টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তায় প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম। মনে মনে প্রার্থনা, বৃষ্টির অজুহাতে অনুষ্ঠানটা যদি একটু বিলম্বে শুরু হয়। ছয়টা পঞ্চাশে হলে পৌঁছে দেখি, অনুষ্ঠান যথারীতি শুরু হয়ে গেছে। উদ্যোক্তাদের এক জনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, অনুষ্ঠান সময় মতই শুরু হয়েছে। হলের বাইর থেকেই কানে আসলো এক দল শিল্পীর দরাজ গলায় গাওয়া বাউল সম্রাট আবদুল করিমের "আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম" গানটি। হলে ঢুকতে ঢুকতে দেখলাম, শিল্পীরা গান শেষ করে মঞ্চ ছেড়ে যাচ্ছেন। দূর থেকে বুঝতে পারলাম না, কারা গান করছিলেন। পরে জানলাম, তারা ছিলেন সিডনীর সঙ্গীত গোষ্ঠী "ঐকতান" 'এর শিল্পীরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল তাদের গান। ঐকতান আমার প্রিয় গোষ্ঠী। তাদের গান মিস করাতে খারাপই লাগছে।

ঠিক সাতটায় মঞ্চে আসলেন "ভূমি" 'র পঞ্চ রত্ন - সৌমিত্র রায়, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ ঘোষ, রবিন লাই এবং হেমন্ত গোস্বামী। উনিশ শ নিরানব্বই সালের চব্বিশে জুলাই, কলিকাতায় "ভূমি" 'র জন্ম। সে থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তারা কনসার্ট করে আসছেন। তাদের সব সদস্যই বিভিন্ন ধরনের আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যাবহারে পারঙ্গম এবং অভ্যস্ত। মূল গায়ক সৌমিত্র এবং সুরজিৎ। বাকীরা মূলতঃ যন্ত্রশিল্পী, তবে মাঝে মাঝে গানও করেন। প্রচলিত গানের সাথে সাথে "ভূমি" নিজেদের লেখা বা সুরারোপিত গানও করে থাকেন।

সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়ায় এই তাদের প্রথম আগমন। সিডনী আসার আগে তারা মেলবোর্নে সঙ্গীতানুষ্ঠান করে আসেন সতেরই সেপ্টেম্বর। ভূমিকার বাড়াবাড়ি নেই; ষ্টেজে আসার প্রায় সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল তাদের অনুষ্ঠান আকাশ ভরা সূর্য তারা - রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে। একটা বহু জাতি-স্বত্বার দেশে এর চেয়ে ভাল উদ্বোধনী গান আর কি হতে পারে? "আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ। তাহারই মাঝখানে, আমি গেয়েছি, আমি গেয়েছি মোর গান। তার পর ছিল একটা বাউল গান, শান্তি নিকেতনের এক বাউলের কাছে শোনা - "কে কোথায় আছিস গো তোরা, দেখে যারে সোনার গোরা"। এর পরে একটা লোক গীতি। তার পর ভাটিয়ালী - পূব আকাশের গান, একটা আইরিশ ফোক গানের সুরে লেখা। গানটির সুর আমাদের ভাটিয়ালী গান, "ও মাঝি পাল উড়াইয়া দে" গানটি মনে করিয়ে দিল। এর পরে চলতে থাকে গানের ধারা। একে একে নয়টি গানের "ভূমি"'র গানের প্রথম পর্ব শেষ রাত ৮টা ৪৫ মিনিট'এ। এর পর স্থানীয় শিল্পীদের নৃত্য এবং বিরতি।

মিনিট বিশেক বিরতির পর, "ভূমি"'র গানের দ্বিতীয় পর্বের শুরু আরেকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত, "আমরা নতুন জীবনেরই দূত" দিয়ে। এ পর্বে ছিল আঠারটি গান। উল্লেখযোগ্য, "ভূমি"'র একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় গান, "লালেশ্বরী"। গানটার শুরু একটা ছড়া গানের মত। "টিম টিম হাতি চলে লিচু বাগানে, একটা লিচু পড়ে গেল চায়ের দোকানে। চা দোকানী, চা দোকানী দরজা খোল না। বরিশালের বউ এসেছে দেখতে চল না।"। "ভূমি" 'র শিল্পীরা গানটি গাইবার আগে স্থানীয় দু জন ক্ষুদে শিল্পী (হিয়া ও দিয়া) গানটির প্রথম কয়েক লাইন গেয়ে শোনায়।

হিয়া ও দিয়া

এর পর একে একে , কত গুলো জন প্রিয় গান "নজম নজম", "ও বন্ধু পিরিত করে রে", "মাঝি আমায় নিয়া যাও", "ধিতান ধিতান বোলে, মাদলে তাল তুলে", "লাউয়ের আগা খাইলাম, ডগা গো খাইলাম", "গাড়ী সিগন্যাল মানে না", "সোহাগ চাঁদ বদনী ধনী", ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানের সর্বশেষ গান ছিল, সুরজিৎ ও সৌমিত্রের কণ্ঠে নিজেদের লেখা এবং সুরারোপিত গান “জয় মা দুর্গা”। হিন্দুদের শারদীয় দুর্গাৎসবের প্রাক্কালে গানটি উপস্থিত শ্রোতা/দর্শকদের (যাদের প্রায় সবাই ছিলেন পশ্চিম বঙ্গীয়) বেশ উৎসাহিত করেছে। অনেককে দেখা গেছে গানের সাথে সুর মেলাতে।